حقوق المرأة المسلمة ومسؤوليتها

মুসলিম নারীর অধিকার ও দায়িত্ব

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীবজন্তুর মত তাদেরও বেচাকেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদির ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না, অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে বাধ্য হয়ে সেখানেই যেতে হত। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার হত না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হত। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হত, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তিও যেখানে খুশী, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে বাধা-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিষেধ করারও কেউ ছিল না। ধর্ম-কর্মেও নারীর জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে এবাদত কিংবা বেহেশতের যোগ্য মনে করা হতো না।

সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দেয়াকে কৌলিণ্যের নিরিখ বলে মনে করা হত। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা বদলা কোনটাই আরোপ করা জরুরি হবে না। আর হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে তার চিতায় আরোহণ করে সতীদাহর নামে জ্বলে মরাটা পুণ্যের কাজ মনে করা হত।

একাধিক বিয়ের কোন সীমা-রেখা ছিলা না। জোরপূর্বক নারীদেরকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হত। জাহেলিয়াতের বিবাহের নিয়মের মধ্যে এমনও ছিল যে, একজন নারীকে একাধিক ব্যক্তি একই সাথে বিবাহ করত। অত:পর বাচ্চা প্রসব হলে যাকে ঐ নারী বাচ্চার বাবা বলে নির্ধারণ করত সেই ঐ বাচ্চার পিতা বলে আখ্যায়িত হত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বড় ছেলে উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করত। তারপর বিবাহ করার ইচ্ছা করলে করতে পারত। স্ত্রীদের জুয়া খেলাতে ব্যবহার করা হত। স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা নারীদের এক বছর অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় শোকপালন করতে হত। তাদের অন্যত্র বিবাহ দেওয়া বা তাদেরকে কেউ বিবাহ করা জায়েজ মনে করত না।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অসহায় ছিল নারী জাতি। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

১. গ্রীকরা মনে করত নারী জাতি এক অপবিত্র শয়তানের অংশ। তাদেরকে বাজারে বেচাকেনা করা হতো। সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত এবং সম্পদে কোন প্রকার ভোগ-দখল করার অধিকার ছিল না।

২. রোমান জাতি মনে করত নারীরা আত্মাহীন প্রাণী। তাদের প্রতি লোমহর্ষক শাস্তি দেয়া হত। এমনকি খুঁটির সাথে বেঁধে শরীরে গরম তেল ঢেলে দেয়া হত। আবার কখনো দ্রুতগতি ঘোড়ার লেজে বেঁধে দিয়ে ঘোড়াকে ঝটিকা বেগে দৌড়িয়ে হত্যা করা হত।

৩. চীনা সমাজে নারীকে পচা-নোংরা কষ্টদায়ক পানির সদৃশ মনে করা হতো। স্বামীর অধিকার ছিল সে তার স্ত্রীকে দাসীর মত বিক্রয় করার বা জীবন্ত কবর দেয়ার। বিধবা নারীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে করে অন্যান্য সামগ্রীর মত বণ্টন করা হত।

৪. হামরাভী (প্রাচীন ইরাকের) সংবিধানে নারীকে নিজ মালিকানাধীন জীবজন্তুর সমতুল্য মনে করা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হত। কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো মেয়েকে হত্যা করত, তাহলে তার শাস্তি হলো নিহত মেয়ের পরিবারের নিকট সে তার মেয়েকে হত্যা বা মালিক হওয়ার জন্য হস্তান্তর করত।

৫. হিন্দু ধর্মে নারীকে দুর্গন্ধ, মৃত্যু, বিষ, জাহান্নাম, আগুন ও বিষধর সর্পের চেয়েও অধিক জঘন্য মনে করা হত। স্বামীর মৃত্যু হলে জীবন্ত স্ত্রীকে তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হত। এমনকি তাদের তথাকথিত দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত।

৬. ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্ত্বাকেই স্বীকার করত না।

৭. রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হল অপবিত্র এক পশু, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই।

৮. ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রস্তাব পাশ করে ছিল যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষ বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। মা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি ও ভাগিনীদের বিবাহ করা বৈধ ছিল। তালাকপ্রাপ্তা নারীকে মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকার যে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল স্বামীর। মাসিক ঋতু অবস্থায় নারীকে শহরের বাইরে এক নিবীড় স্থানে রেখে আসা হত এবং তার সাথে খাদ্য-পানি উপস্থিত করার খাদেম ছাড়া অন্য কারো জন্য দেখা-সাক্ষাৎ করা অবৈধ ছিল।

৯. কোন কোন ইহুদিদের নিকট মেয়েদেরকে চাকর-বাকরের সমতুল্য মনে করা হত। এমনকি বাবার জন্য মেয়েকে বাধ্য করে বিক্রি করাও বৈধ ছিল। নারীকে ইহুদিরা অভিশপ্ত মনে করত, কারণ নারীই আদম [عليه السلام]কে ভ্রষ্ট করেছিল। ঋতু অবস্থায় স্বামী তার সাথে-মেলামেশা, খানাপিনা কিছুই করতে পারবে না। এমনকি সে কোন পাত্র স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যায় ধারণা করত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আবার কেউ কেউ মাসিকের সময় তাঁবুতে রেখে সামনে রুটি ও পানি দিয়ে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ঐ খানেই রেখে দিত।

১০. কোন কোন খ্রীষ্টানদের নিকট নারীকে পরিবারের জন্য বিপজ্জনক এবং মসিবত মনে করা হত। আবার কেউ মনে করে মানবদেহে নারী শয়তানের প্রবেশ পথ।

১১. ইংল্যান্ডের অষ্টম রাজা হেনরীর যুগে ব্রিটেনের সংসদে আইন পাশ করা হয় যে, নারীরা তাদের ইঞ্জিল (বাইবেল) পড়তে পারবে না, কারণ তারা অপবিত্র। ব্রিটেনের সংবিধানে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর জন্য স্ত্রীকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করা বৈধ ছিল।

১২. ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে এক বিশেষ সামাজিক পরিষদকে নারীদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে নারীকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার কথাও উল্লেখ ছিল।

১৩. ফ্রান্সের ফ্রান্স নাগরিক সংবিধানে বাচ্চা, পাগল ও নারীকে অক্ষম ও অপারগ নির্ধারণ করা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরবর্তীতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এ বিধান পরিবর্তন করা হয়।

১৪. ইতালীতে জনৈক ইতালী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কিস্তিতে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেছিল। কিন্তু ক্রেতা কিস্তি পরিশোধ না করার ফলে স্বামী ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে বলে প্রমাণিত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অসহায় ছিল নারী জাতি। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হত না।

এমতাবস্থায় এ পৃথিবীতে আগমন করেন রহ্মাতুল্লিল ‘আালামীন তথা নবীকুল শিরোমণি শান্তির দূত মুহাম্মদ [ﷺ] ইসলাম ধর্ম নিয়ে। বিশেষ করে তিনি আরাফাতের জনসমুদ্রের মাঝে জনসাধারণকে নারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই সারা বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উম্মোচন করেছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের প্রতি ফরজ করেছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নারীদের তিন অবস্থায় মর্যাদাঃ

১. মেয়ে হিসেবে মর্যাদাঃ

মেয়েদের প্রতিপালন ও শারীরিক, সমাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা এবং আদর যত্ন সবই বাবার প্রতি ফরজ করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম মেয়েদের হত্যা করাকে জঘন্য ও বরবরতার কাজ এবং শাস্তিযোগ্য মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। এ দুনিয়ায় তাদের আগমনে বাবার মুখ কালো করাকে জাহিলী যুগের কাজ বলে ধিক্কার দিয়েছে। তিনজন মেয়ে বা বোন কিংবা দু'জন মেয়ে বা বোনের প্রতিপালনকে নবী [ﷺ] জান্নাত পুরস্কার এবং জাহান্নাম থেকে নাজাতের কারণ ঘোষণা করেছেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ]

মেয়েদের উপযুক্ত ও দ্বীনদার পাত্র দেখে পাত্রস্থ করতে নির্দেশ কেরছে। বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। কোন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করা পিতার জন্য হারাম করেছে। এমনকি তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, বিবাহ অস্বীকার করে তা বাতিল করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

২. স্ত্রী হিসেবে মর্যাদাঃ

স্ত্রীর সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব স্বামীর প্রতি ফরজ করে দিয়েছে। তার শিক্ষা-দিক্ষা, ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, সমাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ও শারীরিক চাহিদাপূরণ করা স্বামীর জন্য জরুরি ও তা সবচেয়ে উত্তম খরচ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আর সর্বোত্তম ব্যক্তি তাকেই বলা হয়েছে যে তা স্ত্রীর নিকট উত্তম। বিবাহের সময় মোহরানাকে ফরজ করা হয়েছে। স্ত্রীর সম্পদে তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা স্বামীর জন্য নিষেধ করা রয়েছে। স্বামীর সম্পত্তির চারভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীর জন্য বণ্টন করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। স্ত্রীকে সর্বপ্রকার ভর্ৎসনা ও বঞ্চিত করাকে হারাম করা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। প্রমাণ ছাড়া কেউ যদি সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য ৮০ কশাঘাত শাস্তির বিধান রচনা করেছে।

তালাককে সীমিত ও নির্দিষ্ট উত্তম পন্থায় বৈধ করে সর্বপ্রকার খেল-তামাশা নিষিদ্ধ করেছে। ঋতু অবস্থায় সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই হালাল করেছে।

৩. মা হিসেবে মর্যাদাঃ

মার অধিকারকে বাবার চেয়ে তিনগুণ ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর সকলের উপরে মার মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। তাঁর সকল চাহিদাপূরণ করা সন্তানদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। মায়ের পার নিচে বা নিকটে জান্নাত বলা হয়েছে।

সর্বপ্রকার খেদমত করেও মার একটি হায় নি:শ্বাসের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার খেদমতকে এবাদত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মায়ের নির্দেশ পালন করাকে ফরজ করা হয়েছে। তাঁকে কোন প্রকার দু:খ-কষ্ট দেয়া হারাম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করা হয়েছে। এমনকি উহ! শব্দ বলাও হারাম করা হয়েছে। কোন সংগত কারণে মা স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে তা জরুরি করা হয়েছে। এমনকি তাঁর সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শর্ত করা হয়েছে।

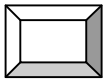

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

স্ত্রীর অধিকার

আজ নারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা চরম জঘন্য অপরাধ। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগত ভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এসবের বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী। তাছাড়া নারীদেরকে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়।

নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্বে নারী হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই ইসলাম পূর্ব বরবর যুগকেও হার মানিয়েছে।

সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা। সর্বোপরি নারী জাতির সুবিধার্থেই পুরুষকে নারীদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরজ করে দেয়া হয়েছে। তবে আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও সৎ আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"তাদের (নারীদের) অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" [সূরা বাকারা:২২৮]

এখানে নারীদের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ নিজের ক্ষমতায় এবং আল্লাহর প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়। কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অধিকার আদায় 'মা'রূফ' তথা প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, 'মা'রূফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়। বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথানুযায়ী কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যেমন: বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে নারীদের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা অবহেলাও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকের স্ব-স্ব অধিকার রয়েছে অপরের উপর। ইসলামে এই হলো ভারসাম্যপূর্ণ পারস্পারিক সহায়তাভিত্তিক প্রেম-প্রীতির সুন্দরতম জীবন ব্যবস্থা। তবে মনে রাখতে হবে যে, সবার পূর্বে আল্লাহর অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার ঠিক রেখে পরে অন্যান্যদের অধিকার আদায় করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ ও আলাদা আলাদা অধিকার রয়েছে এখানে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল।

(ক) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহঃ

১. **আমানতদারীঃ** একে অপরের গোপন রহস্য আমানত রাখবে। কেউ কারো গোপন ত্রুটি প্রকাশ করবে না। এমনকি আত্মীয়-স্বজনদের নিকট ফাঁস করবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপোসে কল্যাণ কামনা, সত্যতা, নিখাদচিত্ত হওয়া ও কোন প্রকার কপটতা না থাকা একান্ত জরুরি।

২. **প্রেম-প্রীতি, দয়াপরশ ও ভালবাসাঃ** সুখে-দুখে সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রয়োজনে ভালবাসা ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মহব্বতের সাথে জীবন যাপন করবে। পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। ভুল-ভ্রান্তি হওয়া মানুষের সহজাত প্রকৃতি। মানুষ যে কাজ করে সে কাজেই নিজেকে অনেক সময় ভ্রান্তরূপে পায়। কিন্তু তখন নিজেকে তো শাস্তি দেওয়া যায় না। বড়জোড় আক্ষেপ করা যায়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দুই মন ও দুই অর্ধাঙ্গ মিলে এক দেহের মত নিজেদেরকে মনে করতে পারে, তবেই যত ভুল হবে ফুল ভালবাসাতে। অনুরূপ একে অপরকে খুশী করবে, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উপদেশ দিবে, সংসারের যৌথ দায়িত্ব পালন করবে, কেউ কাউকে কারো সামনে লজ্জিত বা লাঞ্ছিত করবে না।

৩. **আপোসে আস্থা ও ভরসা রাখা:** সম্পূর্ণভাবে উভয়ে উভয়ের উপর আস্থা ও ভরসা রাখা জরুরি। কোন ব্যাপারে সন্দেহ না করা। কেউ কারো সাথে কোন প্রকার ধোঁকাবাজি করবে না। নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. **সাধারণ অধিকার:** উভয়ে উভয়ের জন্য সদ্ভাব, আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। একে অপরের অনুকম্পা ও ভালবাসার কথা কখনো ভুলবে না। উভয়ে সৎ পরামর্শ দেয়া-নেয়াতে কোন প্রকার কার্পণ্য করবে না।

(খ) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশেষ অধিকারসমূহ:

১. **মোহরানা আদায়:** বিবাহের সময় ধার্যকৃত মোহর পূর্ণভাবে আদায় করা এবং তা হতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করার জন্য কোন প্রকার টাল-বাহনা না করা। মোহরানা আদায় করা ফরজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"সুতরাং তাদের ফরজ মোহর অর্পণ কর।" [সূরা নিসা:২৪]

২. **আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ:** নিজে যা খাবে ও পরবে তা স্ত্রীকেও খাওয়াবে ও পরাবে। স্ত্রীর জন্য খরচ দান সমতুল্য এবং সবচেয়ে উত্তম খরচ। এমনকি এক গ্লাস পানি পান করালেও রয়েছে তাতে নেকি।

৩. **স্ত্রীর সাথে সদ্ভাব ও সুন্দর ব্যবহার:** দুই-একটি গুণ অপছন্দ হলেও সদাচার ও সদ্ব্যবহার বন্ধ করা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। [সূরা নিসা: ১৯] নবী [ﷺ] বলেছেন:"কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে; কারণ সে তার একটি গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটি গুণে মুগ্ধ হবে। [মুসলিম] সুন্দর সৌরভময় গোলাপ তুলে তার সুঘ্রাণ নিতে হলে দু-একটা কাঁটা হাতে-গায়ে ফুটবেই। কাঁটা হেরী ক্ষ্যান্ত কেন কমল তুলিতে, দু:খ বিনে সুখ লাভ হয় কি এ মহীতে? স্বামীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার চরিত্র সার্টিফিকেট স্ত্রীর উপরে নির্ভর করে। নবী [ﷺ] বলেন:"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।" [হাকেম] নবী [ﷺ] আরো বলেন:"সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উত্তম সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" [তিরমিযী]

৪. **স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করা:** কোন অসুবিধা না থাকলে কমপৰে প্রতি চার দিনে একদিন স্ত্রীর সাথে মিলন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মাসিক প্রিয়ড শেষে বেশি প্রয়োজন। ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ৪ বা ৬ মাসের অধিক স্বামীর জন্য বাইরে থাকা হারাম। তবে অনুমতিক্রমে ফেৎনার ভয় না থাকলে এর বেশি বাইরে থাকা জায়েয আছে।

৫. **বিপদ-আপদ থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করা:** স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে হেফাজত করা, এমনকি তাকে রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুর হাতে মারা গেলে স্বামী শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

৬. **স্ত্রীকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া:** দ্বীনি বিধান, আকীদা, বিশ্বাস, পবিত্রতা, ইবাদত, হালাল, হারাম, অধিকার ও ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে আমল করার জন্য উৎসাহিত করবে। স্ত্রীকে জাহান্নামের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও স্বামীর প্রতি ওয়াজিব।

৭. **স্ত্রীর ব্যাপারে ঈর্ষাবান হওয়া:** স্ত্রীর দ্বীন, দেহ, যৌবন ও মর্যাদার ব্যাপারে ঈর্ষাবান হওয়া এবং এ সবের কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর উপর স্ত্রীর এক বড় অধিকার।

৮. **স্ত্রীর সম্পদের হেফাজত করা:** তার অনুমতি ব্যতীত তা থেকে গ্রহণ না করা। আর সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৯. **ইনসাফ করা:** একাধিক স্ত্রী থাকলে ইনসাফের সাথে সমহারে তাদের খরচাদি, রাত্রি-যাপন ও ভালবাসা সম্ভবপর আদায় করা।

(গ) স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহ:

১. **স্বামীর আনুগত্য করা:** বৈধ কাজে ও আদেশে স্বামীর কথা মেনে চলা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরি। স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা অনেক বেশি। নবী [ﷺ]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলেন:"যদি আমি কাউকে কারো জন্য সেজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে তার স্বামীর জন্য সেজদা করার আদেশ দিতাম। [তিরমিযী] নবী [ﷺ] আরো বলেন:"স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" [নাসাঈ ও তবরানী] রসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন:"যে নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রমজানের রোজা পালন, লজ্জাস্থানের হেফাজত ও স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।" [তবরানী, সনদ বিশুদ্ধ] প্রিয় নবী [ﷺ] আরো বলেন:"শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টিপাত করলে আনন্দিত হয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" [সিলসিলা সহীহা-আলবানী হা: ১৮৩৮]

২. **স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা:** ইহা স্ত্রীর জন্য একান্ত জরুরি। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে বা শুনতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কিংবা অনুভব করতে অথবা অপছন্দনীয় কোন গন্ধ না পায় সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকা জরুরি।

৩. **স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের প্রতি খেয়াল করা:** বেপর্দা ও বেহায়া হয়ে চলা-ফেরা করে স্বামীর অবর্তমানে এমন কিছু করবে না যার ফলে স্বামীর বদনাম রটে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"সুতরাং সতী-সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হেফাজতে তারা হেফাজত করে।" [সূরা নিসা: ৩৪]

৪. **স্বামীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা:** স্বামীর জীবনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর কোন কাজে সমস্যা বা বাধা প্রদান না করা। এমন বিলাস-সামগ্রী না চাওয়া যার ফলে স্বামী অবৈধ অর্থোপার্জনের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

৫. **পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা:** নিজের শরীর ও স্বামীর ঘর সংসার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজিয়ে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা স্ত্রীর প্রতি একান্ত জরুরি। স্বামীর প্রয়োজনীয় খেদমত করা এবং সন্তানদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজগোজ করে রাখাও তার দায়িত্ব।

৬. **স্বামীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা:** সর্বদা স্বামীর শুকরিয়া করা এবং কখনো তার মনে ব্যথা না দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ সেই রমণীর দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামীর মুখাপেক্ষীনী।" [নাসাঈ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন: "স্বামীর অকৃতজ্ঞতার কারণে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসী হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

৭. **স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা:** সম্পদের হেফাজত করা ও যথাস্থানে সঠিকভাবে ব্যয় করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্বামীর বিনা অনুমতিতে দান বা আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেয়া বৈধ নয়। তবে সাধারণভাবে অনুমতি থাকলে জায়েয আছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮. **স্বামীর অনুমতি নেয়া:** অনুমতি ছাড়া মসজিদে, বাইরে, মার্কেটে, বিয়ে বাড়ী, মায়ের বাড়ী ইত্যাদি কোথাও যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। তবে প্রয়োজন হলে স্বামীর অনুমতিক্রমে যেতে পারে। কেবল মহিলা কর্মক্ষেত্র হলে শরীয়তের সকল শর্ত মেনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে নারী কর্ম, চাকুরী ও উপার্জন করতে পারে।

৯. **নফল রোজার জন্য অনুমতি নেয়া:** স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার নফল রোজা না রাখা। কারণ এতে তার সংসারের কাজে বা যৌন-সুখে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

১০. **তর্ক না করা:** কোন বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর বিনয়ী হয়ে নীরব থাকা। কারণ শাসন করা তারই সাজে যে সোহাগ করে। ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নিবে যাতে করে আগুন দ্বিগুন না জ্বলে উঠে। নবী [ﷺ] বলেন:"তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে, যে অধিক প্রনয়িণী, সন্তানদাত্রী, বারবার ভুল করে বারবার স্বামীর নিকট অত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ হলে সে তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে: তুমি রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" [সিলসিলা সহীহা- আলবানী হা: ২]

১১. **সর্বদা প্রেম-ভালবাসা উপহার দেয়া:** প্রেম দিয়ে স্বামীর মনকে সুখী, পরম আনন্দ ও খুশী রাখার চেষ্টা করা। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। স্ত্রী স্বামীর জন্য এক ফুটন্ত গোলাপ হয়ে থাকবে। এমনকি স্বামীকে সন্তুষ্ট ও রাজী করার জন্য ইসলাম এক প্রকার মিথ্যা বলাকেও স্ত্রীর জন্য জায়েয করেছে।

১২. **স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা:** স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা ও ভাই-বোনদের সহিত সদ্ব্যবহার করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। অযথা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও মনোমালিণ্য করে সংসারে আগুন জ্বালানো হারাম এবং সংসার ভাঙ্গার এক বড় কারণ।

১৩. **সন্তানদের প্রতিপালন (তরবিয়ত):** তাদের ইসলামী নিয়মে প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া স্ত্রীর অপরিহার্য কর্তব্য। এর জন্য তাকে ধৈর্য-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সহ্য, করুণা ও স্নেহের পথ অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে স্বামীর সামনে সন্তানের উপর রাগ বা গালমন্দ, বদ দোয়া ও মারধর না করা স্ত্রীর আদবের পরিচয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সন্তান লাভ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

সন্তান লাভঃ

ছেলে-মেয়ে একটি সম্পদ ও পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। গরীব হলেও সন্তানের ভালবাসা ও আকাঙ্খা প্রত্যেক মা-বাবার রয়েছে। তাইতো নি:সন্তান মাতা-পিতা চিকিৎসার্থে কিনা খায় আর কোথায় না যায়। বৈধভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়া জায়েয। কিন্তু সন্তানলাভের আশায় নযরাদি মেনে পীর-অলির মাজারে গিয়ে সন্তান চাওয়া বড় শির্ক। সন্তান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:"আসমান ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা মেয়ে আর যাকে ইচ্ছা ছেলে সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন ছেলে-মেয়ে উভয়টাই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সবর্জ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরা রূম: ৪৯-৫০]

অতএব, আল্লাহর নিকটেই দোয়া করতে হবে। যেমন দোয়া করেছিলেন ইবরাহীম (আ:) এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলে:"রব্বি হাবলী মিনাস্‌স্ব-লিহীন" "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একজন সৎ সন্তান দান করুন।" [সূরা সফফাত: ১০০]

অনুরূপ দোয়া করেছিলেন জাকারিয়্যা (আ:)"রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বইয়িবাহ্, ইন্নাকা সামী'উদ্‌দুয়াা " "হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে সৎ সন্তান দান করুন, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" [সূরা আল-ইমরান:৩৮]

স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যের সন্তান নিয়ে নিজের পরিচয়ে লালন-পালন করা ইসলামে হারাম। তবে বাচ্চার আসল পিতা-মাতার পরিচয়ে লালন-পালন করা জায়েয আছে এবং বড় হলে তাকে পর্দাও করতে হবে।

কোন পীর-অলি বা কবিরাজের তদবীর কিংবা তাবীজ দ্বারা কারো ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব না। অতএব, ছেলে-মেয়ে জন্মদানের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী কারো হাত বা ত্রুটি নেই। তাই শুধুমাত্র কন্যা সন্তান প্রসব করার জন্য স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া বা জ্বালা-জন্ত্রনা করা কিংবা তালাক দেওয়া

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি? আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমান করেছে যে, ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ শুধুমাত্র পুরুষদের বীর্য থেকে হয়ে থাকে মহিলাদের ডিম্বকোষ থেকে নয়। কারণ পুরুষের বীর্যে রয়েছে ছেলে ও মেয়ে (xy) আর নারীর ডিম্বকোষে শুধুমাত্র রয়েছে মেয়ে (xx)। তাই যখন (x+y) হয় তখন আল্লাহর ইচ্ছাই ছেলে সন্তান হয় আর যখন (x+x) হয় তখন আল্লাহর ইচ্ছাই মেয়ে সন্তান হয়। এবার বলুন! তাহলে দোষটা কার উপরে চাপানো উচিত?

স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যার বীর্যপাত আগে হবে সে মোতাবেক ছেলে বা মেয়ে নির্ধারণ হবে। অর্থাৎ স্বামীর আগে হলে ছেলে এবং স্ত্রীর আগে হলে মেয়ে হবে। আর যার বীর্য বেশি ও শক্তিশালী হবে তার বা তার বংশের কারো মত সন্তানের রূপ-আকৃতি হবে। অতএব, মাতা-পিতা ফর্সা হলেও কখনো সন্তান কাল বা শ্যামবর্ণ অথবা এর বিপরীতও হতে পারে, কারণ ঐ সন্তানের পিতৃকুল বা মাতৃকুলে ঐ বর্ণের কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পুরুষ বা নারী অবশ্যই ছিল যার আকৃতি নিয়ে তার জন্ম হয়েছে।

মিলনের ছয়মাস পর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া সম্ভব। এতে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপোষণ করা জায়েয নয়, কারণ সন্তানের গর্ভাশয়ে অবস্থান ও তার দুধপানের সর্বমোট সময় ত্রিশ মাস। আর তার দুধপানের সময় হল দু'বছর। অতএব, অবশিষ্ট ছয়মাস গর্ভের নূন্যতম সময় নির্ধারণ করতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসবের সময় ডাক্তার, নার্স, বা ধাত্রী ও সাহায্যকারীরা ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের জন্য গুপ্তাঙ্গ দর্শন জায়েয না। মহিলা ডা: না থাকলে প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার দ্বারা ডেলেভারী করানো জায়েয আছে। প্রসূতির ঘরে লোহা, ছেঁড়াজাল, মুড়ো-ঝাঁটা, কড়ি-সামুক ইত্যাদি রাখা শির্ক ও কুসংস্কার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারণ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে হলে যদি স্বামীরই বীর্য নিয়ে স্ত্রীর রেহেমে দিয়ে সম্ভব হয়, তাহলে জায়েয। পক্ষান্তরে স্বামী ব্যতীত অন্য কারো বীর্য দ্বারা কিংবা স্বামীর বীর্য অন্য কোন মহিলার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রেহেমে গর্ভসঞ্চার করা হারাম এবং সন্তান হলে সে অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণঃ

এক প্রকার দম্পতি আছে যারা সুখী পরিবার গড়ার স্বপ্নে পরিবার-পরিকল্পনা তথা জন্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্য নিয়ে থাকে। তাদের শ্লোগান হল:"ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট।" ও "দু'সন্তান যার সুখী সংসার তার।" ইত্যাদি। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক সন্তান নিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম। কারণ ইসলাম অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইসলামে কাম্য।

কেন এ জন্মনিয়ন্ত্রণ? সন্তানের খাওয়া-পরার ভয়ে অথবা লালন-পালন করতে পারবে না এই ভয়ে? খাওয়া-পরার ভয় যাদের তারা আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখে। আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করেছেন তার রুজি-রুটির নির্দিষ্টও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"জমিনের প্রত্যেক জীবজন্তুর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।" [সূরা হূদ:৬]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহর আরো বাণী:“এমন আনেক জীবজন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য জমা রাখে না (সংগ্রহ করতে অক্ষম), আল্লাহই ওদেরকে এবং তোমাদেরকে রিজিক দান করে থাকেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা আনকাবূত: ৬০]

সুতরাং ভয় কিসের? আল্লাহ সন্তানের বাবাকে যথাসময়ে সুখসামগ্রী দান করে থাকেন, তবে বাবার ভয় কেন? বরং এইভাবে আল্লাহ উভয়কেই রুজি দিয়ে থাকেন, তবে হত্যা কি জন্য?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:“তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না, ওদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রুজি দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।”
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩১]

আর লালন-পালন করার ভয় কোন ভয় নয়। মানুষ করার সৎ নিয়ত ও চেষ্টা করলে আল্লাহ ব্যবস্থা ও সহায্য করবেন। আল্লাহর বাণী:“আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বিকল্পপথ করে দেন।” [সূরা তালাক:৪] তাছাড়া কত সন্তান খারাপ মানুষের ঘরেও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষরূপে গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে ভাল মানুষের সন্তান অমানুষ হয়ে গড়ে উঠে। আবার বহু সন্তান মানুষ হয় কিন্তু একমাত্র ছেলেও অমানুষ হয়েই থেকে যায়। তার প্রমান বাস্তবতাই।

জন্মনিয়ন্ত্রণ দু'ভাবে হতে পারেঃ

প্রথমঃ স্থায়ীভাবে গর্ভধারণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন জড়ি-বড়ি বা ইনজেকশন কিংবা টিউবেক্ট্যামি অথবা ভ্যাসেক্ট্যামি বা গর্ভাশয় তুলে ফেলে জন্মের পথ একেবারে বন্ধ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। অনুরূপভাবে লাইগেশন করে পুরুষের জন্মক্ষমতা নষ্ট করাও হারাম। আপনি কিভাবে জানেন যে, আপনার সন্তান-সন্ততি বেঁচেই থাকবে? যদি তারা সকলেই মারা যায় তখন আপনার উপায় কি হবে? এমনকি নি:সন্তান বিধবা হয়ে যেতেও পারেন!

তবে যদি এমন মহিলা হয়, যার প্রসবের সময় প্রাণনাশের ভয় থাকে অথবা অপারেশন ছাড়া তার প্রসবই না হয়, তাহলে এমন জরুরি ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বৈধ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্বিতীয়ঃ অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ যেমনঃ স্ত্রী যদি প্রত্যেক বছরে সন্তান প্রসবে দুর্বল ও রোগা হয়ে যায় বা ঘন-ঘন বাচ্চা হওয়ার ফলে কোন স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা বাচ্চার দুধ পানের অধিকার নষ্ট হয়, তাহলে অস্থায়ীভাবে বড়ি ব্যবহার বা অন্য কোন পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করে দু'সন্তানের মাঝের সময়কে লম্বা করা জায়েয আছে। এর বৈধতার প্রমাণ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে কিছু সাহাবী (রাঃ) আজ্‌ল তথা সঙ্গমে বীর্যস্খলনের সময় যোনিপথের বাইরে বীর্যপাত করত, তার পরেও এর নিষিদ্ধতা আসে নাই। [বুখারী ও মুসলিম]

গর্ভপাতঃ

গর্ভপাত দু'ভাবে হতে পারেঃ

একঃ গর্ভবতীর জীবন নাশের আশঙ্কা না থাকলে বরং ভ্রূণ নষ্টের উদ্দেশ্য হলে যদি ভ্রূণে রূহ্ ফুঁকার পরে তথা ৪/৫ মাস পর গর্ভপাত ঘটানো হয়, তবে তা হারাম। কারণ ইহা এক জীবিত প্রাণহত্যার শামিল। আর যদি চার মাস তথা ভ্রূণে রূহ ফুঁকার পূর্বে কোন রোগ বা ক্ষতির আশঙ্কায় একান্ত প্রয়োজনে গর্ভপাত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করে তাহলে জায়েয। তবে যদি ভ্রূণে মানুষের আকৃতি ফুটে উঠে তাহলে নিষেধ।

দুই: যদি ভ্রূণ নষ্টের উদ্দেশ্যে না হয় বরং গর্ভধারণের সময়-সীমার শেষ প্রান্তে ও বচ্চা প্রসবের নিকটতম সময়ে হয়, তাহলে জায়েয। তবে শর্ত হলো যেন মা ও বাচ্চার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না হয় এবং অপারেশনের প্রয়োজন না হয়। আর যদি অপারেশন করা প্রয়োজন হয় তবে তার ৪ অবস্থা :

১. যদি মা-বাচ্চা উভয়ে জীবন্ত হয়, তাহলে প্রয়োজনে যেমন: প্রসবে প্রচণ্ড কষ্ট হয় অপারেশন করা জায়েয। আর অপ্রয়োজনে জায়েয না; কারণ শরীর একটি আমানত তাই বড় কোন প্রয়োজন ছাড়া তার প্রতি হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আবার মনে করতে পারে যে, অপারেশনে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু ক্ষতি হতেও পারে।

২. যদি মা-বাচ্চা উভয়ে মৃত হয়, তাহলে সীজ্যার করা বৈধ না, কারণ এতে কোন উপকার নেই।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. যদি মা জীবিত হয় আর বাচ্চা মৃত হয়, তাহলে প্রয়োজনে মায়ের জীবন বাঁচাতে মৃত বাচ্চা অপারেশন করে বের করা ওয়াজিব।

৪. যদি মা মৃত হয় আর বাচ্চা জীবিত হয়, তাহলে বাচ্চার বেঁচে থাকার আশা না করা গেলে অপারেশন জায়েয নয়। আর যদি বাচ্চার বেঁচে থাকার আশা করা যায়, তাহলে অপারেশন করে বের করা জায়েয। প্রয়োজনে ভ্রূণ নষ্টের সময় অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

নোটঃ

ভ্রূণের বয়স ৪ মাস পূর্ণ হওয়ার পরে প্রয়োজনে নষ্ট করলে বা নষ্টহলে তার নাম রেখে আকীকা করা উত্তম।

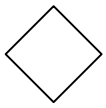

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মিরাসে নারীদের অধিকার

ক) ইসলাম মিরাসে (উত্তরাধিকারে) নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে ও তাদের বঞ্চিত করাকে জাহেলিয়াতের এক জঘন্য কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু আজ নারী জাগরণ ও নারী স্বাধীনতা বা সমাধিকারের শ্লোগান দিয়ে এক শ্রেণীর মা-বোনরা রাজপথে মিছিল করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যার ফলে সবই হারিয়েছে! আচ্ছা কি করে আপনি সমাধিকার দাবি করছেন? যেখানে পুরুষের উপর সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার ও খরচের দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সংসারের সকল দায়িত্ব খাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষা-দিক্ষা ইত্যাদি পুরুষের প্রতি ফরজ করে দেওয় হয়েছে। তার পরেও কি করে উত্তরাধিকারিত্বে সমাধিকার দাবি করা সমীচীন মনে করেন!? হাঁ, তবে ইসলাম অন্যান্য ক্ষেত্রে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নারী জাতিকে পুরুষ জাতির শুধু সমাধিকার না বরং অধিকগুণে বেশি অধিকার দান করেছে।

খ) আমাদের সমাজে নারীদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এক জঘন্য কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে। বাবা মেয়েদেরকে, ভাইয়েরা বোনদেরকে ও স্বামী স্ত্রীদেরকে অংশ দেয় না। অনুরূপ কেউ কেউ এতিমদের সম্পত্তি হজম করে ফেলার অপচেষ্টাও করে থাকে। কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। কারণ, এতে হক্কুলইবাদ তথা মানুষের অধিকার বিনষ্ট করা হয়, যা বান্দা যতক্ষণ তার অধিকার ক্ষমা না করবে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। অনেক সময় নারীরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন অযথা মন কষাকষির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরিয়তের আইনে ক্ষমাই নয়, এতে তাদের অধিকার পাওনা থেকে যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গ) সম্পদ বণ্টনের পূর্বে করণীয়ঃ

সর্বপ্রথম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে তার কাফন-দাফনের ব্যয় করতে হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরানা এক বড় ঋণ। সুতরাং যদি তার মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে স্বামীর সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

যদি ঋণ সম্পত্তির সম পরিমাণ কিংবা তারও বেশি হয়, তবে কেউ উত্তরাধিকা স্বত্ব পাবে না এবং কোন অসিয়ত কার্যকর করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন অসিয়ত করে থাকলে এবং তা পাপের অসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর করতে হবে। যদি তার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত কার্যকর করা যাবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করার নিয়তে অসিয়ত করা পাপ কাজও বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পতিতে অসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরিয়ত সম্মত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েজ গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। এখানে শুধুমাত্র নারীদের অংশগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. ভাইয়ের অর্ধেক:

(ক) যদি কন্যা হয় এবং তার সাথে তার ভাই থাকে তাহলে সে ভাইয়েরা যা পাবে তার অর্ধেক পাবে।

২. অর্ধেক: (½)

(ক) যদি শুধুমাত্র একজন কন্যা হয় আর তার সাথে কোন ভাই-ভাতিজা না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে।

(খ) যদি শুধুমাত্র একজন সহোদরা বোন হয় এবং তার সাথে তার ভাই কিংবা মৃতের বাবা ও ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে, তাহলে অর্ধেক পাবে।

(গ) যদি একজন বৈমাত্রেয়া বোন হয় এবং তার সাথে মৃতের কোন সহোদর ভাই-বোন কিংবা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মৃতের বাবা ও ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে, তাহলে অর্ধেক পাবে।

৩. এক-চতুর্থাংশঃ (¼)

(ক) যদি স্ত্রী হয় আর মৃত স্বামীর কোন সন্তান না থাকে (সন্তান এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর হোক), তাহলে এক-চতুর্থাংশ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত অংশ সকল স্ত্রীদের মাঝে সমহারে বণ্টন করা হবে।

৪. আট ভাগের এক ভাগঃ(⅛)

(ক) যদি স্ত্রী হয় আর মৃত স্বামীর সন্তান থাকে (সন্তান এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর হোক), তাহলে আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত অংশ সকল স্ত্রীদের মাঝে সমহারে বণ্টন করা হবে।

৫. দুই-তৃতীয়াংশঃ (⅔)

(ক) যদি একাধিক কন্যা হয় আর সাথে কোন ভাই না থাকে, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(খ) যদি সহোদরা দু'বোন হয় এবং সাথে তাদের কোন সহোদর ভাই কিংবা মৃতের বাবা ও সন্তান-সন্ততি না থাকে, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

(গ) যদি বৈপিত্রেয়া দু'বোন হয় এবং সাথে তাদের কোন সহোদর ভাই কিংবা মৃতের বাবা, সন্তান-সন্ততি, সহোদর ভাই-বোন না থাকে, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৬. এক-তৃতীয়াংশঃ(⅓)

(ক) যদি মা হয় আর সাথে মৃতের সন্তান-সন্ততি, সন্তানগণের সন্তান এবং সহোদর দু'ভাই-বোন না থাকে। বরং এক সহোদর ভাই অথবা এক সহোদরা বোন থাকে তবে এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

৭. এক-ষষ্ঠাংশঃ ছয় ভাগের এক ভাগঃ

(ক) যদি মা হয় আর সাথে মৃতের সন্তান-সন্ততি বা সন্তানগণের সন্তান কিংবা একাধিক সহোদর অথবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকে, তাহলে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

(খ) যদি নানী হয় আর মৃতের মা না থাকে এবং অনুরূপ যদি দাদীও হয়, তাহলে এক-ষষ্ঠাংশ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পাবে। আর যদি নানী ও দাদী উভয়ে এক সাথে থাকে তবে দু'জনেই এক-ষষ্ঠাংশে শরীক হবেন।

(গ) যদি বৈপিত্রেয়া এক বা একাধিক বোন হয় এবং সাথে তাদের কোন সহোদর ভাই কিংবা মৃতের বাবা-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও সহোদর ভাই-বোন না থাকে, তাহলে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

(ঘ) যদি ছেলের এক মেয়ে বা একাধিক মেয়েরা (নাতীনরা) হয় এবং সাথে তাদের কোন সহোদর ভাই না থাকে আর মৃতের মাত্র এক মেয়ে হয়, যার সাথে তার সহোদর কোন ভাইও নাই। আর যেন তাদের (নাতীনদের) সমস্তরের চাচার কোন ছেলে (চাচাত ভাই) বা চাচার ছেলের ছেলে অর্থাৎ চাচাত ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা) না থাকে, তাহলে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

(ঙ) যদি বৈপিত্রেয়া এক বোন হয় ও সাথে তার কোন সহোদর ভাই না পাওয়া যায়। আর মৃতের মাত্র একজন সহোদরা বোন হয় এবং মা, দাদা, সন্তান ও সন্তানদের সন্তান না হয়, তাহলে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিবাহ-শাদীতে নারীর অধিকার

মুসলিম সমাজকে বিশেষ করে যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য আন্তর্জাতিক আধুনিক মিডিয়া তথা প্রচার মাধ্যমগুলো যৌন উত্তেজনামূলক প্রোগ্রাম লাগামহীনভাবে প্রচার করছে। যুবক-যুবতীদের মন-মগজ, চরিত্র ও আকীদা-ঈমান ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের বিশ দাঁত ও ছোবল অক্টোপাসের মত শক্ত করে জেঁকে বসিয়েছে। দুনিয়াতে আজ মানুষ যৌনক্ষুধার তাড়নায় নিজেকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আর ফ্রী-সেক্সের নামে এক শ্রেণীর মানুষ পশুর চেয়েও নিচে নেমে বল্গাহীনভাবে ব্যভিচারের পথকে উম্মুক্ত করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মধ্যে যৌনক্ষুধা দান করেছেন এবং এর সঠিক চরিতার্থ করার সুন্দর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর সর্বপ্রকার ব্যভিচার, সমকামিতা, কৃত্রিম-মৈথুন বা হস্তমৈথুনকে হারাম করেছেন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার (জেনা)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করলে চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে ১০০ কশাঘাত। এরপর এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার অথবা কারাদণ্ড। আর বিবাহিত হলে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার সাজা নির্ধারণ করেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। একাকী বসবাস তার স্বভাব বিরোধী কাজ। তাই প্রয়োজন হয় সঙ্গী-সাথীর, যারা হবে একান্ত আপন। শরিয়তের বিবাহ মানুষকে এমন সাথীই দান করে থাকে।

মানুষ সংসারে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিবাহ মানুষকে দান করে বহু আত্মীয়-স্বজন, অনেক সহায় ও সহচর। মানুষের প্রকৃতিতে যে যৌনক্ষুধা আছে, তা মিটানোর জন্য বৈধ ও সুশৃঙ্খল একমাত্র ইসলামি ব্যবস্থা হল বিবাহ। বিবাহ মানুষকে সুন্দর চরিত্র দান করে, কু লোলুপ দৃষ্টি থেকে চক্ষুকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। বিবাহের মাধ্যমে আবির্ভাব হয় নতুন মুসলিম প্রজন্ম। এতে হয় বংশ বিস্তার ও রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর গৌরব করার মত উম্মত বৃদ্ধি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পৃথিবী আবাদ রাখার সঠিক ও সুশৃঙ্খল বৈধ ব্যবস্থা বিবাহ। বিবাহ আনে মনে শান্তি, হৃদয়ে স্থিরতা, চরিত্রে পবিত্রতা, জীবনে পরম সুখ। বংশে আনে আভিজাত্য ও অনাবিলতা। নারী-পুরুষকে করে চিরপ্রেমে আবদ্ধ। দান করে এমন সুখময় দাম্পত্য, যাতে থাকে ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা ও উৎসর্গ।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরো একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গীনিদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন।চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা রূমঃ ২১]

বিবাহের উদ্দেশ্য হবে নিজেকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা, স্বামীর অধিকার আদায় করা এবং তাকেও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করা। নেক সন্তান আশা করা, অবৈধ দৃষ্টি ও চিন্তা প্রভৃতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(খ) বিবাহের রোকনসমূহঃ

রোকন ৩টিঃ

প্রথমঃ শারিয়তের কোন বাধা-নিষেধ ছাড়া বর-কনের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়ঃ ইজাব তথা অলি বা তাঁর প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ছেলের জন্য বলা: অমুক মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম অথবা নিকাহ দিলাম কিংবা মালিক বানালাম।

তৃতীয়ঃ কবুল তথা ছেলে বা তাঁর প্রতিনিধির পক্ষ থেকে উত্তরে বলা: এ নিকাহ বা বিবাহ কবুল করলাম।

(গ) বিবাহ সঠিক হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ

শর্ত ৪টিঃ

১. বর-কনে দু'জনকে নির্দিষ্টকরণ। আর ইহা বিবাহকারীর প্রতি ইঙ্গিত করে হোক বা তার নাম ধরে হোক কিংবা তার বর্ণনা এমনভাবে দিয়ে হোক যা দ্বারা তাকে অন্যান্যদের থেকে পার্থক্য করা যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. বিবাহে বর-কনের উভয়ের রাজি-সন্তুষ্টি, কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"বিধবার নির্দেশগ্রহণ ও কুমারীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া চলবে না।" [বুখারী ও মুসলিম] অতএব, জোরপূর্বক কোন মেয়েকে বিবাহ দেয়া হারাম এবং দিলেও মেয়ের স্বাধীনতা রয়েছে প্রয়োজনে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।

৩. মেয়ের পক্ষের অলি দ্বারা বিবাহ সম্পাদন হওয়া, কারণ নবী (ﷺ)-এর বাণী:"অলি ছাড়া কোন বিবাহের আক্দ (বন্ধন) সঠিক হয় না।" [আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] তিনি [ﷺ] আরো বলেন:"যে নারী তার অলির অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।" [আবু দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] সুতরাং অলি ছাড়া ও তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ সঠিক হবে না। তাই প্রচলিত কোর্ট-মেরিজের নামে অলি ছাড়া বিবাহ সম্পাদন সঠিক না। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ থাকা জরুরি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. আকদের সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান, কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"অলি ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোন বিবাহের আক্দ সঠিক হয় না।" [ইবনে হিব্বান, ত্বারী, বায়হাকী ও দারাকুত্বনী] ইমাম তিরমিযী বলেন: নবী [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরাম [رضي الله عنهم] এবং তাঁদের পরবর্তী তাবে'য়ীগণ ও অন্যান্যদের আমল হলো: বিবাহের জন্য অবশ্যই সাক্ষী প্রয়োজন।

(ঘ) পাত্র-পাত্রি নির্বাচনঃ

স্বামী নারীর জীবনের একমাত্র জীবন সঙ্গী পরম বন্ধু। সুখী সংসারের প্রধান সদস্যই নারী। তাইতো বলা হয়েছে: সংসার সুখের হয় রমণির গুণে। তাই শুধুমাত্র প্রেম ও যৌনক্ষুধার আবেগে নয় বরং বিবেক দিয়ে নির্বাচন করার চেষ্টা করতে হবে। একজন ছেলেকে নিজের জীবন সঙ্গিনী, সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী, হৃদয়ের শান্তিদায়িনীকে সরাসরি নির্বাচন ও পছন্দ করার জন্য অধিকার দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মেয়ের সম্মান ও আব্রুর প্রতি লক্ষ্য করে এ দায়িত্ব সরাসরি তার উপর ন্যস্ত করা হয়নি। বরং তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অভিভাবকের উপর ভার দেয়া হয়েছে। কারণ একজন মেয়ের জন্য বাহিরের খবরা-খবর, ভাল-মন্দ ও সুপাত্র-অপাত্র এবং বংশ-বুনিয়াদ সম্পর্কে জানা দুস্কর ব্যাপার। তবে মেয়ের সম্মতি নেয়া অবশ্যই একান্ত ভাবে জরুরি। সে তার মতামত প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে জানাতে পারবে এবং তার সম্মতির বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হারাম।

সাধারণত: ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার ভবিষ্যৎ সঙ্গীর প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-যশখ্যাতি, ধন-সম্পদ, কুলিন বংশ, মনোলোভা রূপ-সৌন্দর্য, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জীবন সঙ্গ লাভ করতে চায়; অথচ তার আত্মিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর ব্যাপারটা ছোট মনে করে। যার ফলে দাম্পত্যের চাকা অনেক সময় অচল হয়ে পড়ে অথবা সংসার হয়ে উঠে তিক্তময়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দের কষ্টিপাথর একমাত্র দ্বীন ও চরিত্রকে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক সংযমী (মুত্তাকী-পরহেজগার)।" [সূরা হুজুরাত:১৩]

স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে নবী [ﷺ] বলেন:"নারীদের চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়। সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীন। তুমি দ্বীনকে আগ্রাধিকার দাও, তোমার বরকত হবে।" [মুসলিম]

আর স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে মহানবী [ﷺ] বলেন:"যখন তোমাদের নিকট এমন পাত্র আসে যার দ্বীন ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও, নইলে জমিনে ফেতনা এবং দীর্ঘ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" [তিরমিযী]

দ্বীন, উত্তম চরিত্র ও ব্যবহারের সাথে সাথে সমপর্যায়ের মান, সৌন্দর্য, পরিবেশ, শিক্ষা, সভ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বংশ, সমাজিক মর্যদা প্রভৃতি উভয়ের সমান হলে কেউ কারোর উপর গর্ব প্রকাশ করতে পারবে না, যার ফলে কথার আঘাতে প্রেমের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তবে কোনভাবে দুনিয়ার বিষয়াদিকে আগ্রাধিকার দেওয়া চলবে না।

(ঘ) মোহরানার বিধানঃ

আরবী ভাষায় 'সিদাক' (মানে মোহরানা) যা 'সিদ্‌ক' শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ হলো সত্য। আর এ জন্যেই মোহরানাকে 'সিদাক' বলা হয় যে, এর মাধ্যমেই বর যে সত্যিকারে কনেকে চায় তার প্রকাশ ঘটে।

মোহরানা হলো বিবাহের আক্‌দের সময় বা পরে উল্লেখিত প্রতীক মূল্য বা সম্পদ যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য উপহার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং যার মাধ্যমে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ হালাল হয়।

মোহরানা ক্রয় মূল্য নয়। এর দ্বারা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পক্ষ থেকে সৎ নিয়ত ও আগ্রহর প্রমাণ; কারণ আকদের সময় স্ত্রী স্বামীকে তার জীবন সঙ্গী ও পরিচালক বানিয়ে দেয়।

মোহরানার মালিক সম্পূর্ণভাবে একমাত্র মেয়ে তবে অভিভাবক তা নির্ধারণ করবে। এতে অন্য কারো অধিকার নেই। তার অধিকার রয়েছে পূর্ণ মোহরানা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীকে বাধা দেওয়া। কিছু নগদ আর কিছু বাকিতেও রাজি হতে পারে। সে ইচ্ছা করলে মাফ বা কমাতে পারে কিংবা গ্রহণ করে স্বামীকে হাদিয়াও দিতে পারে অথবা সংসারে খরচ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর জোর করে নেয়া বা চাপ সৃষ্টি করা হারাম। কিংবা প্রথা মোতাবেক বাসর ঘরে মাফ করলেও মাফ হবে না।

মোহরানা আদায় করা ফরজ। এর দলীল কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।

১. আল্লাহর বাণী:"আর তোমরা খুশীমনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।" [সূরা নিসা:৪]

২. নবী (ﷺ)-এর কাজ। তিনি কখনো কোন বিবাহ মোহর ব্যতীত করেননি বা দেননি। আর তিনি [ﷺ] বলেছেন:"মোহরানার জন্য তোমরা একটি লোহার আংটি হলেও তালাশ কর।" [বুখারী]

৩. ইসলামী বিদ্বানগণ মোহরানা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' তথা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

@ শরীয়তে মোহরানার প্রচলন করার পেছনে হিকমত হলো: এতে স্ত্রীকে সম্ভোগের বিনিময় দেওয়া এবং তার পক্ষকে শক্তিশালী ও স্বামীর নিকটে তার সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করা।

@ মোহরানা কম করে বাঁধা সুন্নত। মা আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "সবচেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ মহিলা হলো সে, যার খরচাদি খুব সহজ ও কম।" [আহমাদ, বায়হাকী ও হাকেম]

@ আকদের সময় মোহরানা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা উত্তম; কারণ এতে করে কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার আশংকা থাকে না। আকদের পরেও নির্দিষ্ট ও উল্লেখ করা জায়েয আছে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:"স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই।" [সূরা বাকারা: ২৩৬]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঙ) বিয়ের আলিমা ও অনুষ্ঠানঃ

বিয়ের আলিমার অনুষ্ঠানের খরচাদি ও ব্যবস্থাপনা এবং বরযাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ ছেলে পক্ষের দায়িত্ব। মেয়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠান করা এবং বরযাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যয়বহুল খরচ মেয়ের বাবার প্রতি চাপিয়ে দেয়া এক ধরণের বড় জুলুম। এ ছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও গান-বাজনা এসব অমুসলিমদের আদর্শ। আর ছবি উঠনো বা ভিডিও করা অপচয় ও হারাম। এ ধরণের অলিমাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ নেই। তবে সেখানে গিয়ে নিষেধ ও বন্ধ করার মত ক্ষমতা থাকলে হাজির হওয়া জায়েজ আছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য

একজন মুসলিম নারী তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বদা যোগ্যতা ও আমানতের সাথে যথাযথভাবে আদায় করে থাকে। সে নিজের অধিকার যেমন আদায় করে নেয় তেমনি অন্যান্যদের অধিকার আদায়ে থাকে সজাগ। আর দায়িত্ব অবহেলা ও খেয়ানত করা তার চরিত্রের পরিপন্থী কাজ। সে তার কাজে সব সময় আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখে। সে নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রতি আমল করার চেষ্টা করে।

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অধিকার রয়েছে, তোমার নিজের অধিকার রয়েছে এবং তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে। অতএব, প্রত্যেকের অধিকার দিয়ে দাও।" [বুখারী]

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।---- আর স্ত্রী তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

স্বামীর বাড়ির দায়িত্বশীলা সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন যে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করে তখন যেন দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে করে।" [বায়হাকী, হাসীসটি হাসান-সহীহুল জামে' হা: ১৮৮০]

মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো:

- সে নিজে সঠিক দ্বীন শিখে, সঠিক আমল করে এবং অন্যদেরকেও তার জন্য দা'ওয়াত ও তাবলীগ করে।
- সে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

h g e d c b a [

التوبة: ٧١ Z k j i

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকর্মের আদেশ করে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করে।” [সূরা তাওবা:৭১]

- সে তার প্রতি সবচেয়ে বড় ও কঠিন দায়িত্ব সন্তানদের প্রতিপালনকে গুরুত্বতার সাথে পালন করে পৃথিবীকে উপহার দেয় আলোকিত মানুষ।
- সে শিক্ষিকা হলে দায়িত্বের সাথে পাঠদান করে।
- সে ডাক্তার হলে দক্ষতার সাথে চিকিৎসা করে।
- সে তার উপযুক্ত পরিবেশে কোন অফিসের দায়িত্ব পালন করলে যোগ্যতার সাথে তা আদায় করে।
- সে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে কোন দায়িত্ব পালনে থাকে অগ্রগামী।
- সে তার সতীত্ব ও মর্যাদাকে রক্ষা করে।
- সে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস পাঠ করে।
- সে নিয়মিত সঠিক ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে সময় দেয়।
- সে পবিত্র থাকার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- সে তার শরীর ও পোশাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।
- সে তার দাঁত ও মুখ পরিস্কার রাখে।
- সে তার মাথার চুল পরিপাটি রাখার জন্য চেষ্টা করে।
- সে সব সময় তার সৌন্দর্য চর্চা করে।
- সে বান্ধবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।
- সে সৎসঙ্গী-সাথীদের সাথে থাকে।
- সে বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাঁদের সাথে নাফরমানি করাকে ভীষণ ভয় পায়।
- সে আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার আদায় করে।
- সে পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না।

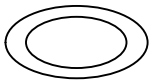

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সন্তান প্রতিপালনে দায়িত্ব-কর্তব্য

S ইসলামী তরবিয়তের (প্রতিপালনের) প্রয়োজন ও গুরুত্বঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা তাহরীম: ৬]

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"প্রতিটি শিশু সন্তান ফিত্রত তথা ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। অত:পর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।" [বুখারী]

ছেলে-মেয়েরা এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহর বিশেষ দান। এ আমানত ও দানকে সঠিকভাবে রক্ষা করা প্রতিটি বাবা-মার উপর ফরজ। সন্তানদের দ্বীন-দুনিয়া ও ইহকাল-পরকালের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে তাদের সঠিক তরবিয়তের উপর। অনেক সময় সন্তানরা বাবা-মার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের জান্নাতী অথবা জাহান্নামী জিন্দেগী লাভ করে। শুধু

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাই নয় বরং সন্তাদের সঠিক তরবিয়তের উপর নির্ভর করে পিতা-মাতার দু'কালের সুখ-শান্তি।

আদর্শবান সন্তাদের পরম সুখ-শান্তি শুধু বাবা-মাই ভোগ করেন না। বরং জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী সকলেই উপভোগ করে। অনেকে আছেন যারা সন্তানদের শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন কিন্তু আত্মিক, বিবেক ও চারিত্রিক বিষয়ে চরমভাবে অবহেলা প্রদর্শন করে থাকেন।

S ইসলামী তরবিয়তের উপকারঃ

১. সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো সম্ভব।

২. আল্লাহর পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যায়। কারণ সন্তানরা ফেৎনা তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। [সূরা তাগাবুন:১৫]

৩. সন্তানদের অধিকার আদায় হয়। নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা সকলে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [বুখারী ও মসুলিম] রসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন:"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা কারো

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দায়িত্ব অর্পণ করল। অত:পর সে তার সাথে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করল, তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।" [মুসলিম]

৪. সন্তানরা নেক ও সৎ হবে, যার ফলে পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক সুখ-শান্তি লাভ করবেন। বিশেষ করে মৃত্যুর পর তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য শরীয়ত সম্মত আমলের মাধ্যমে সওয়াব পৌঁছাবে। নবী [ﷺ] বলেন:"বনি আদমের চারটি জিনিসে কল্যাণ ও শান্তি। সতী-সাধ্বী স্ত্রী, সৎ সন্তান, সৎ প্রতিবেশী ও প্রসস্ত বাড়ী।" [আহমাদ]

৫. আমানত ও আল্লাহর দানকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

৬. আল্লাহর দানের সঠিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

৭. ইসলামী তরবিয়ত না করলে দুনিয়াতে বাবা-মাকে বিভিন্ন ধরণের অশান্তি পোহাতে হবে। আর আখারাতে অপদস্ত হতে হবে। রোজ কিয়ামতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কাফেররা বলবে:"হে রব! জিন-ইনসানের যারা আমাদেরকে ভ্রষ্ট করেছে তাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে পদদলিত করে ফেলব, যাতে করে তারা অপদস্ত হয়।" [হা-মীম সাজদা: ২৯]

৮. এর দ্বারা রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর প্রকৃত উম্মতের সংখ্যা অধিক হওয়ার জন্য গর্ব করবেন।

S তরবিয়তের উদ্দেশ্য:

১. মানব-প্রকৃতি ও স্বভাবের হেফাজত করা।
২. মানবীয় প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার।
৩. মানুষের মেধা-প্রতিভার বৃদ্ধি ও তার শক্তিকে প্রচ্ছন্নকরণ।
৪. মানুষের স্বভাব ও প্রতিভাকে উত্তরোত্তর পূর্ণতা ও উন্নত করার নিমিত্তে দিক নির্দেশনা দেওয়া।

S তরবিয়তের পর্যায়সমূহ:

(ক) বিবাহের পূর্বে:

স্মরণ রাখতে হবে যে, আমড়া গাছে কোন দিন আম ধরে না আর নিম গাছে আঙ্গুর ফল হয় না। ভাল ফল পাওয়ার জন্য জমিন যেমন উর্বর হওয়া প্রয়োজন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তেমনি বীযটাও ভাল হওয়া একান্ত জরুরি। বাবা-মা সৎ হলে সন্তারা ভাল হওয়াটাই সম্ভব। সে জন্য সন্তান যাদের মাধ্যমে এ দুনিয়াই আসবে প্রথমে তাদেরকেই সৎ হওয়া জরুরি।

বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর নির্বাচন হতে হবে দ্বীনের ভিত্তিতে। বিবাহের উদ্দেশ্য হতে হবে একে অপরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি। আর ভবিষ্যৎ প্রজ্জন্মকে সৎ ও সোনার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা।

(খ) বিবাহের পরেঃ

১. নব দাম্পত্তির জন্য সবার পক্ষ থেকে দোয়া ((বাারকাল্লাহু লাকুমা, ওয়া বাারকা 'আলাইকুমাা, ওয়া জামা'য়া বাইনাকুমাা ফী খাইর)) [তিরমিযী] অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের জন্য বরকত দান করুন এবং তোমাদের প্রতি বরকত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে কল্যাণের বন্ধন করে দিন।

২. বাসর ঘরে স্বামী স্ত্রীর মাথার উপর হাত রেখে বলবেঃ((আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহাা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ওয়া খাইরা মাা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মাা জাবালতাহা আলাইহি)) [সহীহ ইবনে মাজাহ] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তার (স্ত্রীর) কল্যাণ চাচ্ছি এবং তুমি তার মধ্যে যে ভাল স্বভাব সৃষ্টি করেছ তা কামনা করছি। আর তার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তুমি তার মধ্যে যে সকল অনিষ্ট সৃষ্টি করেছ তা থেকেও।

৩. স্বামীর সর্বদা সহবাসের পূর্বে এ দোয়াটি পড়া: ((আল্লাহুমা জাননিবনাশ শাইত্ব-না ওয়া জাননিবিশ শাইত্ব-না মাা রজাক্বতানা)) অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা তুমি আমাদেরকে দান কর (সন্তান) তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। নবী [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে এ দোয়াটি পড়বে সে মিলনে সন্তান গর্ভধারণ করলে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না।" [বুখারী]

৪. সৎ সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করা। যেমন ইবরাহীম [عليه السلام]-এর দোয়া:((রব্বি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হাব লী মিনাস্‌স্ব-লিহীন)) অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎ সন্তান দান করুন। [সূরা সফফাত:১০০] অনুরূপ জাকারিয়্যা [عليه السلام]-এর দোয়া:((রব্বি হাব লী মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বয়্যিবাহ্‌)) অর্থ: হে আমার রব! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে সৎ সন্তান দান করুন। [সূরা আল-ইমরান:৩৮] আরো জাকারিয়্যা [عليه السلام]-এর দোয়া:((রব্বি লাা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আন্তা খইরুল ওয়াারিসীন)) অর্থ: হে রব! আমাকে নি:সন্তান করে রেখ না! তুমিই তো একমাত্র উত্তম উত্তরাধিকারী বানাও। [সূরা আম্বিয়া:৮৯] আরো 'ইবাদুর রহমানের দোয়া: ((রব্বানাা হাব লানাা মিন আজওয়াাজিনাা ওয়া যুররিয়্যাতিনাা কুররতা আ'য়ুন, ওয়াজ'আলনাা লিলমুত্তাকীনা ইমামাা)) অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের (স্বামীদের) ও সন্তানদের চোখ শীতলকারী করে দাও এবং আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও।" [সূরা ফুরকান:৭৪]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(গ) বাড়ীতে ইসলামী পরিবেশ তৈরী করাঃ

যে ঘরে নতুন সোনামণিরা আসবে সে স্থানটা একটু আগে-ভাগেই সাজিয়ে ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরি। যেখানে নিস্পাপ গোলাপ ফুল ফুটবে সেখান থেকে সর্বপ্রকার আবর্জনা দূর করাই বিবেকবানদের কাজ। বাড়ীর মনোরম পরিবেশ তৈরী করার জন্য নিম্নের কাজগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন।

১. তাওহীদের ভিত্তিতে শিরক মুক্ত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হওয়া।

২. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির হওয়া। যেমন: সালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার ইত্যাদি। নবী [ﷺ] বলেন:"তোমাদের বাড়ীগুলো কবরস্থান বানিয়ে নিও না। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর জিকির-আজকার হয় না এমন কর না।" [মুসলিম] তিনি [ﷺ] আরো বলেন:"যে বাড়ীতে জিকির-আজকার হয় সে বাড়ী জীবিত। আর যে বাড়ীতে জিকির-আজকার হয় না সে বাড়ী মৃত বাড়ী।" [মুসলিম]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. সর্বপ্রকার চরিত্র ধ্বংসী মিডিয়া, পেপার, ম্যাগাজিন, উচ্ছৃঙ্খল বে-হায়া ও সাধারণ ছবি, কুকুর, অমুসলিমদের সংস্কৃতি এবং গান-বাজনার বাদ্যযন্ত্র মুক্ত বাড়ী রাখা। নবী [ﷺ] বলেন:"যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।" [বুখারী ও মুসলিম]

৪. ইসলামী সংস্কৃতি ও আদব-শিষ্টাচার দ্বারা ভরপুর হওয়া। যেমন: সালাম দেওয়া-নেওয়া, ভালবাসা বিনিময়, অতিথিদের মেহমানদারি, ছোটদের আদর-স্নেহ ও বড়দের সম্মান ইত্যাদি।

(ঘ) সন্তানের জন্য উত্তম মডেল-আদর্শ হওয়া:

১. ইবাদত, কল্যাণ, ভাল ব্যবহার, প্রত্যেকের অধিকার আদায়, আদব-আখলাক ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সন্তানের জন্য বাবা-মা উভয়কে এক অনুপম আদর্শ হতে হবে।

২. অবৈধ কাজ, অশ্লীলতা, নোংরামী, খেয়ানত, মিথ্যা, অভদ্র ব্যবহার ও খারাপ চরিত্র এ সকল পূর্ণভাবে নিজেদের জীবন থেকে দূর করতে হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঙ) সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করাঃ

১. ইসলামী তরবিয়ত বিষয়ক বই-পত্র ইত্যাদি পড়া-শুনা করা।
২. শিশুদের মনোবিজ্ঞান ও কখন কি প্রয়োজন সে বিষয়ে জানা।
৩. শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্চা ব্যাপারেও যথেষ্ট লেখা-পড়া করা।
৪. বিবিধ

S তরবিয়তের ক্ষেত্রসমূহঃ

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্র তিনটি যথা:

(ক) বাড়ী।
(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
(গ) সমাজ।

S তরবিয়তের প্রথম ক্ষেত্রঃ বাড়ী

সন্তান লালন-পালনের বাড়ী হচ্ছে প্রথম স্থান। আর এর শিক্ষক হলেন মা-বাবা। প্রধান শিক্ষিকা হলেন মা আর বাবা হলেন তাঁর সহকারী শিক্ষক।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাড়ীতে জরুরি বিষয়াদি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত:

১. ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদের জন্মগ্রহণের সময় আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করা। মেয়ে সন্তান হলে মুখ কালা করা বা মন ভার করা জাহেলিয়াতের কাজ। ছেলে-মেয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয়ে থাকে এতে কারো কিছু করার নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:"আল্লাহর জন্যই আসমান-জমিনের বাদশাহী। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা মেয়ে দান করেন। যাকে ইচ্ছা ছেলে দান করেন। অথবা ছেলে-মেয়ে জোড়া করে দেন। আর যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিধর।" [শূরা:৪৯]

২. সন্তান লাভের সময় বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানানো। শুভেচ্ছার দোয়া হিসেবে হাসান বাসরী থেকে বর্ণিত:"বারাকাল্লাহু লাকা ফিলমাওহূবি লাক্, ওয়া শাকারতাল ওয়াহিব, ওয়াবালাগা আশুদ্দাহ্, ওয়ারুজিক্বতা বিররাহ্"। অর্থ: আল্লাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তোমার জন্য দানকৃত সন্তানে বরকত দান করুন, তুমি দানকারীর কৃতজ্ঞতা করেছ, সে সাবালক বয়সে পৌঁছুক এবং তার সদ্ব্যবহার পাও। [ইবনুল কায়্যেম: তুহফাতুল মাওলূদ: পৃ ২০] এ ছাড়া আরো বলা: "জা'য়ালাহুল্লাহু মুবাারকান লিল ইসলাামি ওয়ালমুসলিমীন।" অর্থ: আল্লাহ তাকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বরকতপূণ্য করুন।

৩. ছেলে হোক মেয়ে হোক কানে আজান দেয়া। [সহীহ তিরমিযী]

৪. সুন্দর ও অর্থবহ একটি ইসলামী নাম নির্বাচন করা। যেমন: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। নবী-রসূলগণের নাম বা নারী-পুরুষ সহাবীদের নাম কিংবা বড় বড় ইমাম অথবা মুহাদ্দিস-মুফাসসীরদের সুন্দর নাম।

৫. সপ্তম দিনে ছেলে হলে দু'টি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল কিংবা ভেড়া-দুম্বা দ্বারা সুন্নত মোতাবেক আকীকা করা। গরু বা উট কিংবা ভাগে অথবা কুরবানীর সঙ্গে আকীকা দেওয়া

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুন্নত সম্মত নয়। কোন ওজর থাকলে সপ্তম দিনের পরেও আকীকা দেয়া যাবে।

৬. কোন অসুবিধা না থাকলে সপ্তম দিনে মাথার চুল মুণ্ডান এবং চুল বরাবর রুপা দান করা। আর মাথা জাফরান কালি দ্বারা রঞ্জিত করা।

দ্বিতীয়তঃ

নিম্নের প্রবৃদ্ধিগুলোর প্রতি গুরুত্বারপ করা:

১. শারীরিক বৃদ্ধির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা।
২. ভাষাগত উন্নতির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা।
৩. জ্ঞান ও কৃষ্টি-কালচার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
৪. বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিক এবং চিন্তা-চেতনার বিকাশের ব্যাপারে সচেতন থাকা।
৫. চারিত্রিক ও আত্মিক বৃদ্ধির প্রতি খেয়াল রাখা।

তৃতীয়তঃ

উল্লেখিত প্রবৃদ্ধিগুলোর জন্য বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে নিম্নের কাজগুলো প্রয়োজন। যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর হালাল রুজি ভক্ষণ করানো। চাই তা মায়ের মাধ্যমে হোক কিংবা সরাসরি হোক। আর সর্বপ্রকার হারাম ভক্ষণ থেকে দূরে রাখা।
২. সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও টিকা দেয়া।
৩. সন্তান ছোট সময়ে সঠিক সময়ে টিকা দেয়া।
৪. প্রয়োজনে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৫. কুরআন ও হাদীসের দোয়া-জিকার দ্বারা নিয়মিত ঝাড়ফুঁক করা। আর কোন প্রকার তাবিজ, সুতা ও বালা ইত্যাদি না পরানো। মনে রাখতে হবে যে, তাবিজ কুরআনের আয়াত বা হাদীসের দোয়া দ্বারা হলে নাজায়েয। আর এ ছাড়া সবই শিরক।
৬. সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক, নাস, ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী এবং সূরা বাকারার শেষের দু'আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা।
৭. "বিসমিল্লাহিল্লাযী লাা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিলআরযি ওয়ালাা ফিসসামাা', ওয়াহুওয়াস সামী'উল 'আলীম।" অর্থ:"আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নামে শুরু করছি, যার নামের সহিত পৃথিবী ও আকাশের কোন সৃষ্টি ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।"

৮. ও "আ'য়ূযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব।" অর্থ:"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দসমূহের মাধ্যমে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" সকাল-বকাল তিনবার করে নিয়মিত পড়ে ঝাড়ফুঁক দেওয়া।

৯. সন্তান ঘুমের ঘরে ভয় পেলে বা কান্নাকাটি করলে "আ'য়ূযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাাম্মাতি মিন গযাবিহী ওয়া 'ইকআবিহ্, ওয়াশাররি 'ইবআদিহ্, ওয়ামিন হামাযাাতিশ শায়াত্বীন্, ওয়া আয়ঁইয়াহ্যুরূন।" পড়ে ফুঁকে দিবে। [সহীহ তিরমিযী] অর্থ: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দসমূহের দ্বারা তাঁর রাগ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।

১০. অসুখ হলে "আসআলুল্লাাহাল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম আয়ঁইয়াশফিক্।" পড়ে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সাতবার ফুঁকে দিবে। [তিরমিযী] অর্থ: আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো "আল্লাহুম্মা রব্বান্নাাস, আযহিবিল বা'স, ওয়াশ্‌ফি আন্তাশশাাফী লাা শিফাায়া ইল্লাা শিফাাউক, শিফাআন লাা ইউগাাদিরু সাক্বামাা" পড়ে ঝাড়ফুঁক করবে। অর্থ: হে মানুষের প্রতিপালক! সমস্যা দূর করে দাও, আরোগ্য দান কর, তুমিই তো আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যার পরে কোন রোগ না থাকে।

(চ) সন্তান কথা বলা শুরু করলে:

১. বাবা-মা বরং পরিবারের সকলে তার সাথে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে।
২. তাওহীদের মূল বাণী:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাাহ্"-এর শিক্ষা দেয়া।
৩. টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব ও দোয়ার শিক্ষা দেয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. ঘুমের সময় ও ঘুম ভাংলে যে দোয়া পড়তে হয় তা শিক্ষা দেয়া।

৫. পানাহারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" এবং শেষে "আল-হামদুল্লিাহ্" বলা শিখানো।

(ছ) সন্তানের বয়স ৫ বছর হলেঃ

এ বয়সে ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হয়। ছেলে-মেয়ে সবার উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ।

এ সময় নিম্নের বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া:

এসব প্রশ্নোত্তরগুলো শিখানো:

প্রশ্ন : তোমার সৃষ্টিকর্তা কে?

উত্তর: আমার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ্।

প্রশ্ন: তোমার আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর: আমার আল্লাহ সপ্তম আকাশে আরশে আযীমের উপরে আছেন।

প্রশ্ন: আসমান-জমিন কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আমার মহান আল্লাহ্।

প্রশ্ন: আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে?

উত্তর: আমার মহান আল্লাহ।

প্রশ্ন: ফলের গাছে ফল এবং শস্য ফলান কে?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উত্তর: আমার মহান আল্লাহ।

প্রশ্ন: তোমার রব তথা প্রতিপালক কে?

উত্তর: আমার রব-প্রতিপালক একমাত্র মহান আল্লাহ্।

প্রশ্ন: তোমার দ্বীন কি?

উত্তর: আমার দ্বীন ইসলাম।

প্রশ্ন: তোমার নবী কে?

উত্তর: আমার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)

(খ) কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহা ও ছোট ছোট কিছু সূরা মুখস্ত করানো। যেমন: ইখলাস, ফালাক, নাস, কাওছার-------।

(জ) সন্তান ৭ বছরের হলে:

১. তাওহীদ ও তার প্রকার এবং এর সুফল কি শিক্ষা দিতে হবে।

২. "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্"-এর সঠিক অর্থ বুঝাতে হবে।

৩. শিরক ও তার প্রকার এবং এর পরিণাম কি জানিয়ে দিতে হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. কুরআনে লোকমান (রহ:) যে অসিয়তবাণী তার সন্তানকে করেছিলেন তা পড়ে নিজের বাচ্চাদের শিখানো। [সূরা লোকমান:১৩-১৯ দ্র:]
৫. আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাওহীদের মহব্বত অন্তরে বপন করা।
৬. শিরক ও বিদাতের ঘৃণা অন্তরে জন্মানো।
৭. সালাত আদায়ের নির্দেশ করা এবং সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া।
৮. ওযুর সঠিক নিয়ম বাস্তবে হাতে ধরে শিক্ষা দেয়া।
৯. সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখানো এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েমের নির্দেশ করা।
১০. কুরআন বিশুদ্ধভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১১. ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়া। যেমন: সালামের আদব, ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি, কথা বলার আদব, মজলিসের আদব, পানাহারের আদব, রাস্তার আদব, টয়লেটে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার আদব, বাড়ী থেকে বের হওয়ার আদব, হাঁচি ও হায় উঠার আদব ইত্যাদি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১২. জান্নাতের সুখ-শান্তি ও প্রবেশের কারণ এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও প্রবেশের কারণসমূহ বর্ণনা করা।

১৩. আজানের সময় চুপ থাকা, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা, সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে তাকিদ দেয়া।

১৪. বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করা শিখানো।

১৫. পোশাকের আদব ও অমুসলিমদের সাথে সদৃশ না করার প্রতি নজর রাখা।

(ঝ)সন্তান ১০বছরের হলেঃ

(ক) সালাত ত্যাগ করলে হালকা করে মার-ধর করা এবং বিছানা আলাদা করে দেয়া, এক সঙ্গে ঘুমাতে না দেয়া।

(খ) সৎ বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন করে দেয়া এবং অসৎ বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে রাখা।

(গ) উপযুক্ত শারীরিক পরিচর্চার প্রতি লক্ষ রাখা।

(ঘ) সর্বপ্রকার হারাম গান-বাজনা ও খেলা-ধুলা থেকে নিষেধ করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঙ) সময়ের হেফাজত এবং উপকারী কাজে সময় ব্যয় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।

(চ) উপকারী ও সঠিক এবং শিরক-বিদাতমুক্ত বই-পুস্তক নির্বাচন করে দেয়া। যেমন: নবী-রসূল, সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম, মুহাদ্দেস-মুফাসসির ও বড় বড় পণ্ডিতদের জীবনীর বই।

(ছ) সর্বপ্রকার চরিত্র ধ্বংসকারী বই-পুস্তক, পেপার-পত্রিকা, নভেল-নাটক, ম্যাগাজিন, সিরিজ ও বে-হায়া ফিল্‌ম থেকে দূরে রাখা।

(জ) ইসলামী পর্দার ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা ও আমলে বাস্তবায়ন করা।

(ঝ) তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন: টাকা-পয়সা, পোশাকাদি, চিকিৎসা, বই-পত্র, কলম-খাতা ইত্যাদি সাধ্যপর সময়মত ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা।

S তরবিয়তের কিছু পদ্ধতি:

১. উৎসাহ প্রদান করা এবং প্রয়োজনে ভয় প্রদর্শন করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. তওবা করতে বলা এবং আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন বলা।
৩. কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ কেসসা-কাহিনী (গল্প) শুনানো।
৪. দ্বীনের বিভিন্ন বিধান ও শিক্ষার ব্যাপারে ক্রমান্বতা অবলম্বন করা।
৫. প্রয়োজনে শর্ত মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা। যেমন:

(ক) ভয় দেখানোর জন্য বাড়ীতে ব্যত-ছড়ি বা লাঠি ঝুলিয়ে রাখা।
(খ) বয়স ও অপরাধ মোতাবেক শাস্তি দেয়া।
(গ) ১০বছরের পূর্বে প্রহার না করা।

৬. যে সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য মাধ্যম ও উপকরণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে আধুনিক উপকরণের ব্যবহার।
৭. ওয়াজ-নসিহত দ্বারা।
৮. সন্তানদের অনুভূতি ও আত্মিক শক্তি জাগ্রত করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S সন্তান নষ্ট হওয়ার কিছু কারণঃ

১. সীমাতিরক্ত ভয় দেখানো, ধমক, মারধর ও শাস্তি দেওয়া।

২. সন্তানদের জন্য হাতেম তাই হওয়া। অর্থাৎ যখন যা চাই তখন তা বিনা যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রদান করা। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় খরচ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩. প্রয়োজন অতিরিক্ত শাসন করা।

৪. সন্তানদের সৎ হওয়ার ব্যাপারে অতি বিশ্বাস রাখা। যার ফলে কোন খবরাদি নেয়ার প্রয়োজন মনে না করা। আবার কেউ কোন বিষয়ে অবহিত করালে অসম্ভব বলে বিশ্বাস না করা।

৫. সন্তানদের ব্যাপারে অযথা খারাপ ধারণা রাখা। সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখা। তাদের কথা কখনো বিশ্বাস না করা। আর বিভিন্ন বিষয়ে অপবাদ দেয়া।

৬. সন্তানদের মাঝে ইনসাফ না করা। যেমনঃ ভালবাসা, টাকা-পয়সা ও হাদিয়া-তোহফার ব্যাপারে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭. বিবাহ-শাদি দেরী করে দেয়া। বিশেষ করে মেয়েরা চাকুরি ইত্যাদি করলে টাকার লোভে বা লেখা-পড়ার অজুহাতে বিবাহ দেরী করা। কিংবা ছেলেদের যৌতুক পাওয়ার জন্য দেরী করা।

৮. সন্তানদের উপর বেশি বেশি বদ্দোয়া ও অভিশাপ করা। এ ছাড়া বাজে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা।

৯. দীর্ঘ সময় ধরে বাবা-মা কিংবা কোন একজন বিশেষ করে মায়ের বাড়ীর বাইরে কালক্ষেপণ করা।

১০. সন্তানদের সামনে পাপকাজ করা। নতুন নতুন ফ্লিম দেখা ও মায়ের বে-পর্দায় বাড়ীর বাইরে ঘুরাফেরা করা।

১১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং মতানৈক্য যা সন্তানদের বিপদগামী করে।

১২. বৈপরীত্য অর্থাৎ নিজেরা করে একটা সন্তানদের নির্দেশ করে অন্য অরেকটা।

১৩. মেয়েদের মাহরাম পুরুষ ছাড়া বাইরে বিশেষ করে বাজারে যাওয়ার অনুমতি দেয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৪. বই-পুস্তক, পেপার-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও ফোনের ব্যাপারে কোন নিয়ম-নীতি না থাকা।
১৫. মেয়েদের ঘৃণা করা। ইহা একটি জাহেলিয়াতের কাজ।
১৬. সন্তানদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা।
১৭. সন্তানদের বয়সের তারতম্য না করা। বড় হওয়ার পরে যখন-তখন শাসন করা।
১৮. কেউ সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করলে তাকে ভাল-মন্দ বলা।

S বাবা-মার জন্য কিছু জরুরি নসিহতঃ

১. সন্তান ও নিজেদের মাঝে ভালবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গ ও সাহচর্য হওয়া।
২. কথায় ও কাজে মিল থাকা অর্থাৎ সন্তানদের জন্য নিজেরা উত্তম আদর্শ হওয়া।
৩. সহজ ও নরম পন্থা অবলম্বন করা।
৪. সন্তানদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫. সন্তানদের মাঝের শারীরিক, মানসিক, বিবেক-বুদ্ধি ও বয়সের পার্থক্য জ্ঞান থাকা।
৬. আদর্শ ও ব্যবহারের মাধ্যমে সংশোধন করা এবং শক্তি প্রয়োগ ও ক্ষত-বিক্ষত না করা।
৭. একাকী ও নির্জনে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা এবং মানুষের সামনে না করা।
৮. সন্তানদের প্রভাব, টান ও প্রবণতা সম্পর্কে খেয়াল রাখা।
৯. সন্তানদের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করা।
১০. বাড়ীতে সন্তানদের মাঝে প্রতিযোগিতা রাখা ও নতুন কিছু অবিস্কার এবং বিজয়ীর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।
১১. প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে ১০/১৫মিঃ কুরআন-হাদীসের আলোচনার ব্যবস্থা রাখা।
১২. সম্মিলিত কাজ হলে বাড়ীর সকলে মিলে বাস্তবায়ন করা।
১৩. নাস্তা, দুপুর ও রাত্রের খানা একসঙ্গে খাওয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S বাবা-মার জন্য যেসব কাজ করা নিষিদ্ধঃ

১. সমস্যা সমঝোতার মাধ্যমে দূর না করে শক্তি ও জোরপূর্বক করা।
২. সন্তানদের সামনে একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেয়া।
৩. সন্তানদের কোন বিষয়ে মা-বাবা আপোসে দ্বিমত হওয়া।
৪. শক্তির বাইরে কোন শাস্তি ও কাজ চাপিয়ে দেওয়া।
৫. কোন দোষ বা গুণ বাবা-মার কোন এক জনের নিকট গোপন রাখা।
৬. নিজেরা নিজেদের বাবা-মার অবাধ্য হওয়া এবং তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা।
৭. সন্তানদের গালিগালাজ ও অপ্রয়োজনে মারধর করা।
৮. বুঝমান সন্তানদের সামনে যৌনকার্য চর্চা করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S তরবিয়তের দ্বিতীয় ক্ষেত্রঃ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান বলতে সকল স্তরের প্রাইমারী, হাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারী ও বেসরকারী এবং স্কুল ও মাদরাসা সকল প্রতিষ্ঠান। সন্তানদের জন্য একটি ভাল ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা অতি জরুরি, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল ও আদর্শ হওয়ার উপর নির্ভর করবে সন্তানদের ভবিষ্যৎ। আদর্শ প্রতিষ্ঠান না হলে আপনার সন্তান বিপদগামী হয়ে পড়বে এবং আপনার সমস্ত চেষ্টা বিফলে চলে যাবে। আর সকল আশা-আকাঙ্খা হবে গুড়ে বালি।

প্রতিষ্ঠান হলো বাড়ীর শিক্ষার সম্পূরক। আর ভুল-ভ্রান্তি দূর করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নতুন প্রজন্মকে সমাজ ও দেশের সাথে পরিচিত করে দেয়া ও তাদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলা সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সুমহান কর্তব্য। সমাজের সকল সন্তানরা শিক্ষকদের জন্য এক পবিত্র আমানত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S শিক্ষার জন্য যা করণীয়ঃ

১. একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা। আদর্শ প্রতিষ্ঠানের ৩টি বিশেষ গুণ থাকা জরুরিঃ

(ক) ভাল সিলেবাস, যার মধ্যে কোন প্রকার দ্বীন ও আদর্শ বিরোধী কিছু থাকবে না।

(খ) আদর্শবান শিক্ষকমণ্ডলি। যাঁদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক শিক্ষা-দিক্ষা দ্বীন ও আদর্শ বিরোধী নয়।

(গ) ভাল পরিবেশ; কারণ খারাপ পরিবেশের কুপ্রভাব আপনার সোনামণিদের বিনষ্ট করে ফেলবে।

২. উপরোক্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠনের জন্য প্রয়োজনঃ

(ক) কাজে-কথায় মিল এবং উপযুক্ত ও সুযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

(খ) দা'ওয়াত ও প্রতিপালনের উপযুক্ত পরিবেশ ও মন-মানসিকতা।

(গ) দায়িত্ববোধ ও আমনতদারীতা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. আদর্শবান শিক্ষকের গুণাবলী:

একজন শিক্ষকের দ্বারা ছাত্ররা অধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে। শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হলো: তিনি যা শিখাতে চান তা সাজানো, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক এবং সংক্ষেপে ছাত্রদের শ্রেণী প্রকারভেদে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়া। নিম্নে আদর্শবান শিক্ষকদের কিছু গুণাবলী বর্ণনা করা হলো:

(ক) মুখলিস (নিষ্ঠাবান), মুরব্বী (প্রতিপালনকারী) ও আহ্বানকারীর গুণ থাকা।

(খ) বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ হওয়া।

(গ) পেশার উপর আস্থাশীল ও তার প্রতি ভালবাসা থাকা।

(ঘ) পাঠদানের পূর্বে পাঠ লিখিত ও মুখস্ত করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(ঙ) সকল ছাত্রদেরকে নিজের সন্তান ও পবিত্র আমানত মনে করা।

(চ) উত্তম আদর্শ ও মহান চরিত্রের আধিকারী হওয়া।

(ছ) ছাত্রদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(জ) ছাত্রদের ব্যক্তিগত, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

(ঝ) মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যতেষ্ট জ্ঞান থাকা।

(ঞ) ছাত্রদের মেধা ও বুদ্ধির দিক থেকে প্রকারভেদ জানা।

(ট) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়ে সজাগ হওয়া।

(ঠ) মিষ্টি ও সুস্পষ্টভাষী হওয়া।

(ড) নরম ও বিনয়ী স্বভাবের হওয়া।

(ঢ) প্রয়োজনে শক্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়পদ হওয়া।

৪. প্রতিষ্ঠানের লেখা-পড়া সম্পর্কে পিতা-মাতার করণীয়ঃ

(ক) সন্তানদের লেখা-পড়ার পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের পরিবর্তন ও প্রভাবের উপর কড়া দৃষ্টি রাখা।

(খ) হোম ওয়ার্ক তথা বাড়ীর কাজ তৈরী করতে সহযোগিতা করা।

(গ) তাদের সহপাঠি বন্ধু-বান্ধবিদের ভাল না মন্দ সে ব্যাপারে খবর রাখা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঘ) শিক্ষকমণ্ডলি ও পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকা।
(ঙ) প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন সম্পর্কে খবরাদি নেওয়া।

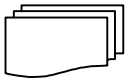

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S তরবিয়তের তৃতীয় ক্ষেত্রঃ সমাজ

সন্তানদের উপর সমাজের বিরাট প্রভাব পড়ে। এ জন্য একটি ভাল সমাজে আপনার বাসা-বাড়ীটা হতে হবে। মানুষ সমাজিক জীব। সন্তানদের ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারবেন না। আর রাখলেও তা নেহায়েত জুলুম হবে। বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ভেবে প্রয়োজনে আপনাকে হিজরত করতে হবে। নিম্নে একটি আদর্শ সমাজের কিছু গুণবলী উল্লেখ করা হলো:

১. একটি মুসলিম ও আদর্শ সমাজ হতে হবে।
২. সর্বপ্রকার শিরক, কুফুরি, বিদাত, কুসংস্কার ও বিপর্যয়মুক্ত সমাজ হওয়া।
৩. সন্তানদের জন্য সৎ বন্ধু বা বান্ধবি নির্বাচন করা এবং অসৎ বন্ধু বা বান্ধবি সম্পর্কে সতর্ক করা ও তাদেরকে ত্যাগ করার ব্যাপারে নির্দেশ করা।
৪. সমাজে কিছু যোগ্য মুরব্বী ও পর্যবেক্ষণকারী থাকা জরুরি।
৫. তাঁরা সমাজের সকলকে নিজেদের সন্তান মনে করে তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করবেন ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কল্যাণের প্রতি সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬. সন্তানদের সামাজিক কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করানো এবং অভাবগ্রস্ত ফকির-মিসকিনদের সহযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা। আর সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে অভ্যস্ত করা।

৭. সমাজ থেকে সর্বপ্রকার বিপর্যয়, নোংরা, চরিত্র ধ্বংসকারী সকল মিডিয়া, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি দূর করা।

৮. সামাজিক জুলুম-অত্যাচার ও অপরাধের বিচার করা।

৯. সৎ প্রতিবেশী নির্বাচন করা।

১০. প্রয়োজনে সব ধরণের সুব্যবস্থাসহ নতুন করে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সমাপ্ত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com